দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03-SEP 1992
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭

14

প্রসঙ্গ ঃ ময়মনসিংহ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়

দেশে যে ক'টি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় রয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী বন্ধ থাকে ময়মনসিংহ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়। কি কারণে এমনটি হচ্ছে তা বোধগম্য নয়, তবে আমার ধারণা এ কলেজের ছাত্ররা হয়ত অন্যান্য কলেজের ছাত্রদের চেয়ে অধিক রাজনীতি সচেতন। কোন পক্ষই বিন্দুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থ ত্যাগ করতে নারাজ, তবে শিক্ষা স্বার্থ গোল্লায় যাক এ ব্যাপারে সকল পক্ষই একমত। এতটা কড়া মন্তব্য করার কারণ হচ্ছে গত দুই বছরে যতগুলো সংঘর্ষে কলেজ বন্ধ হয়েছিল তার ইস্যুগুলো ছিল অত্যন্ত নগণ্য। এই কলেজ থেকে পাস করে অনেকেই দেশে-বিদেশে যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, রাখছেন এবং রাখবেন।

এইবার দৃষ্টি দেয়া যাক কলেজের একাডেমিক কাউন্সিলের দিকে। এই কাউন্সিল বরাবর অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। কলেজের যে-কোন সমস্যায়ই উক্ত কাউন্সিলের সময়োপযোগী পদক্ষেপ যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। এই কাউন্সিলের সিদ্ধান্তেই কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হয় আবার নির্দিষ্ট তারিখে খোলে। ছাত্রদের মধ্যে যখন এতটা উত্তপ্ত অবস্থা বিরাজ করে যে, কলেজ খোলা থাকলে তুমুল সংঘর্ষ হতে পারে— এমনকি প্রাণহানিও ঘটতে পারে, তখনই নিতান্ত বাধ্য হয়ে কাউন্সিল কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু কলেজ টানা দুই মাস, আড়াই মাস কিংবা তিন মাস বন্ধ রাখবার যৌক্তিকতা কোথায় ঠিক বোধগম্য নয়। কলেজ তিন মাস বন্ধ থেকে খুললে ছাত্রদের যে মনোভাব পরিলক্ষিত হয় পনর দিন বন্ধ থেকে খুললেও একই মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। হয়ত একাডেমিক কাউন্সিল ভাবেন অধিক দিন কলেজ বন্ধ থাকলে ছাত্রদের মনে অনুশোচনা আসবে, তারা ভাববে অনেক দিন কলেজ বন্ধ থাকলো, পড়ালেখার যথেষ্ট ক্ষতি হয়ে গেছে, সহসা আর কোন গ্যাঞ্জাম করা যাবে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনুশোচনা যাদের অন্তরে উদিত হয় কলেজ বন্ধের ক্ষেত্রে তাদের মোটেই কোন অবদান নেই, আর যারা কলেজ বন্ধ করেন তাদের হৃদয় এমন ধাতুতে গড়া যে, অনুশোচনা ওটাতে প্রবেশ করতে পারে না। তাই কলেজ বন্ধের অল্প দিনের মধ্যে খোলা যায় কি-না সে ব্যাপারে একাডেমিক কাউন্সিল তার বিচক্ষণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন বলে আশা করি।

এবার মাইগ্রেশন সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই। আমি এম-২৬ ব্যাচের একজন ছাত্র। আমাদের ব্যাচে ছাত্র সংখ্যা ১৭৬ জন (কয়েক দিনের মধ্যে আরো কিছু বাড়তে পারে) আমাদের পরের ব্যাচের ছাত্র সংখ্যাও আমাদের সমান কিংবা কিছু বেশী। অথচ আমাদের ভর্তি করানো হয়েছিল ১৫০ জন করে। প্রথম বর্ষে ছাত্র সংখ্যা একই ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষে শুরু হয় মাইগ্রেশন। বরিশাল, রংপুর, সিলেট, রাজশাহী ইত্যাদি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হতে একের পর এক ছাত্র-ছাত্রী আসতে থাকে এবং ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা এ পর্যায় দাঁড়ায়। আমি যতদূর জানি যে, এই ধরনের মাইগ্রেশন সম্পূর্ণ অবৈধ। উল্লেখ্য, দেশের অন্যান্য চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলোতে এই ধরনের মাইগ্রেশন প্রথা কার্যকরভাবে নিষিদ্ধ। মাইগ্রেশনের একটি নিয়ম আছে যাকে বলে ইন্টারচেঞ্জ। যেমন— কোন ছাত্র যদি ময়মনসিংহ থেকে রংপুরে যেতে চায় তবে তাকে একই বর্ষের এমন একটি ছাত্র বা ছাত্রী খোঁজ করতে হবে, যে রংপুর থেকে ময়মনসিংহ আসতে চায়। এভাবে তাদের মধ্যে ইন্টারচেঞ্জ হতে পারে। আসলে এই অবৈধ মাইগ্রেশন কি করে সম্ভব হল, সে ব্যাপারে আমাদের কলেজের মোটামুটি সকলেই একমন পোষণ করেন।

আমার সবচেয়ে বড় আপত্তি এখানেই আমরা এখন যদি ১৭৬ জন এক সাথে ক্লাস করতে পারি, তবে কেন আমাদের ১৫০ জনকে ভর্তি করা হয়েছিল? এখানে দেখা যাচ্ছে সীট সংখ্যা ১৫০টি কথাটি সঠিক নয় এবং ১৭৬টিই সঠিক। এতে প্রতি বছর প্রায় ২৫ জন করে বেশী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা সম্ভব।

খোঁজ করে দেখা দরকার যে, দেশের বাকী সাতটি পুরাতন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়েও অতিরিক্ত ২৫ জন করে ছাত্র ভর্তি করা যায় কি-না, যদি সম্ভব হয় তবে ভর্তি সমস্যার এই চরমতম সময় ২৫ × ৮ = ২০০ জন অতিরিক্ত ছাত্র-ছাত্রীর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া সম্ভব হবে। যা এইচএসসি পাস করেছে— এমন ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নিশ্চয়ই একটি বড় সুখবর। পরিশেষে বিনীত প্রস্তাব করছি, হয় এই অবৈধ মাইগ্রেশন বন্ধ করা হোক, নতুবা আমাদের কলেজে প্রতি বছর ১৭৬ জন করে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হোক। তবে দ্বিতীয় প্রস্তাবটিই মনে হয় শ্রেয়।

—বাপ্পী,
ময়মনসিংহ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়।